পুঁজিবাদের দ্বন্দ্বথেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

ড. সুদীপ্ত সাধুখাঁ, ইতিহাস বিভাগ, শান্তিপুর কলেজ

স্নাতক ইতিহাস মেজর সপ্তম সেমিস্টারের 7.2 পেপারের জন্য স্টাডি নোটস

১৯১৪ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে ইতিহাসবিদদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিতর্ক চলেছে। জাতীয়তাবাদ, সামরিকতন্ত্র, গোপন মৈত্রীজোট এবং বলকান সংকটের মতো কারণগুলির পাশাপাশি **পুঁজিবাদের দ্বন্দ্ব**বা সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতাকে অনেক ইতিহাসবিদ যুদ্ধের অন্যতম মৌলিক কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বিশেষত মার্কসবাদী ও অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদদের মতে, শিল্পবিপ্লব-পরবর্তী ইউরোপে পুঁজিবাদের বিকাশ, নতুন বাজার ও কাঁচামালের সন্ধান, বিদেশে বিনিয়োগের প্রতিযোগিতা এবং উপনিবেশ দখলের সংঘর্ষ শেষ পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে অনিবার্য করে তোলে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে শিল্পবিপ্লবের ফলে ব্রিটেন, পরে ফ্রান্স, জার্মানি, বেলজিয়াম এবং অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রে শিল্পোৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পায়। শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিপুল পরিমাণ কাঁচামাল, নতুন বাজার এবং বিনিয়োগের নিরাপদ ক্ষেত্রের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই চাহিদা পূরণের জন্য ইউরোপীয় শক্তিগুলি এশিয়া ও আফ্রিকায় উপনিবেশ বিস্তারের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এই প্রতিযোগিতা এতটাই তীব্র হয় যে ইতিহাসে তা **"আফ্রিকার জন্য প্রতিযোগিতা"** নামে পরিচিত। ১৮৮৪–৮৫ সালের বার্লিন সম্মেলন এই সাম্রাজ্যবাদী প্রতিযোগিতারই একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল। মার্কসবাদী চিন্তাবিদ ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Imperialism: The Highest Stage of Capitalism* (১৯১৬)-এ বলেন, **"সাম্রাজ্যবাদ হলো পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত স্তর।"** তাঁর মতে, শিল্পপুঁজির সঙ্গে ব্যাংক পুঁজির সংমিশ্রণে একচেটিয়া পুঁজির জন্ম হয়। এই একচেটিয়া পুঁজি অতিরিক্ত মুনাফার জন্য বিদেশে বিনিয়োগ, উপনিবেশ দখল এবং বিশ্ববাজারের পুনর্বন্টনের দাবি তোলে। কিন্তু পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চল ইতিমধ্যেই ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মতো পুরোনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নিয়ন্ত্রণে থাকায় নবীন শিল্পশক্তি জার্মানি অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা রাজনৈতিক ও সামরিক সংঘর্ষে রূপ নেয়।

অর্থনীতিবিদ জন অ্যাটকিনসন হবসন তাঁর *Imperialism: A Study* (১৯০২) গ্রন্থে যুক্তি দেন যে, ধনসম্পদের অসম বন্টনের ফলে দেশীয় বাজার সংকুচিত হয়ে পড়ে এবং অতিরিক্ত পুঁজি বিদেশে বিনিয়োগের পথ খুঁজতে থাকে। তাঁর মতে, সাম্রাজ্যবাদ কোনো জাতীয় প্রয়োজন নয়; বরং ধনী শিল্পপতি ও আর্থিক গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার নীতি। এই অর্থনৈতিক স্বার্থই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ও যুদ্ধকে উসকে দেয়। অন্যদিকে জার্মানির দ্রুত শিল্পোন্নয়ন পুঁজিবাদী দ্বন্দ্বকে আরও তীব্র করে। ১৮৭১ সালে জার্মানির ঐক্য প্রতিষ্ঠার পর কয়েক দশকের মধ্যেই দেশটি ইস্পাত, কয়লা ও রাসায়নিক শিল্পে ইউরোপের অন্যতম প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়। ১৯১৩ সালের মধ্যে জার্মানির ইস্পাত উৎপাদন ব্রিটেনকে অতিক্রম করে। কিন্তু উপনিবেশের ক্ষেত্রে জার্মানি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের তুলনায় অনেক পিছিয়ে ছিল। ফলে জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় উইলহেল্ম **বিশ্বনীতি (Weltpolitik)** গ্রহণ করে নতুন উপনিবেশ, নৌঘাঁটি এবং বাজার দখলের নীতি অনুসরণ করেন। এই নীতি সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক স্বার্থের সঙ্গে সংঘর্ষ সৃষ্টি করে।

ব্রিটেনের অর্থনৈতিক শক্তির ভিত্তি ছিল তার বিশাল উপনিবেশ সাম্রাজ্য এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। জার্মানির ক্রমবর্ধমান শিল্পোৎপাদন ও রপ্তানি ব্রিটিশ শিল্পের জন্য বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। একই সঙ্গে জার্মানির নৌবাহিনী সম্প্রসারণ ব্রিটেনকে উদ্বিগ্ন করে। ১৯০৬ সালে ব্রিটেন আধুনিক যুদ্ধজাহাজ **ড্রেডনট** নির্মাণ করলে জার্মানিও দ্রুত একই ধরনের যুদ্ধজাহাজ নির্মাণ শুরু করে। এই নৌ প্রতিযোগিতা ছিল অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সামরিক প্রকাশ। একই ভাবে ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যেও অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব ছিল প্রবল। ১৮৭১ সালে ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধের পর জার্মানি আলসাস-লোরেন অঞ্চল দখল করে, যা লৌহ আকরিকে সমৃদ্ধ ছিল। এই অঞ্চলের শিল্পসম্পদ জার্মানির অর্থনৈতিক শক্তিকে আরও বৃদ্ধি করে এবং ফ্রান্স প্রতিশোধস্পৃহায় উদ্বুদ্ধ হয়। অন্যদিকে মরক্কোকে কেন্দ্র করে ১৯০৫ ও ১৯১১ সালের দুটি সংকটও উপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতারই ফল। জার্মানি ফ্রান্সের প্রভাবকে চ্যালেঞ্জ জানালেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়, ফলে দুই দেশের সম্পর্ক আরও তিক্ত হয়ে ওঠে।

অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা শুধু ইউরোপেই সীমাবদ্ধ ছিল না; মধ্যপ্রাচ্যও এর কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। জার্মানির **বার্লিন–বাগদাদ রেলপথ** প্রকল্প ব্রিটেন ও রাশিয়ার উদ্বেগের কারণ হয়ে ওঠে। এই রেলপথ নির্মিত হলে জার্মানি সরাসরি পারস্য উপসাগরের নিকট পৌঁছে যেত এবং মধ্যপ্রাচ্যের বাণিজ্য ও সম্ভাব্য তেলসম্পদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারত। ব্রিটেন এটিকে ভারতগামী পথ এবং নিজের সাম্রাজ্যিক নিরাপত্তার জন্য হুমকি বলে মনে করেছিল। তাই ইতিহাসবিদ ফ্রিটজ ফিশার তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Germany's Aims in the First World War*-এ যুক্তি দেন যে, জার্মান শাসকগোষ্ঠী ইউরোপে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যুদ্ধকে সমর্থন করেছিল। তাঁর মতে, যুদ্ধ ছিল জার্মান সাম্রাজ্যবাদের সম্প্রসারণের একটি পরিকল্পিত পদক্ষেপ। যদিও তাঁর এই মত নিয়ে বিতর্ক রয়েছে, তবু অর্থনৈতিক স্বার্থের গুরুত্ব তিনি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন।

অন্যদিকে ইতিহাসবিদ এ. জে. পি. টেলর মনে করেন, যুদ্ধের জন্য কোনো একক কারণকে দায়ী করা যায় না। তাঁর মতে, ইউরোপের শক্তিগুলি এমন এক প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় জড়িয়ে পড়েছিল, যেখানে অর্থনৈতিক স্বার্থ, সামরিক পরিকল্পনা এবং কূটনৈতিক সংকট পরস্পরকে প্রভাবিত করেছিল। তবুও তিনি স্বীকার করেন যে শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা আন্তর্জাতিক উত্তেজনা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। আবার ইতিহাসবিদ এরিক হবসবমও উল্লেখ করেছেন যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের **"নতুন সাম্রাজ্যবাদ"** ছিল উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের স্বাভাবিক ফল। তাঁর মতে, শিল্পপুঁজির আন্তর্জাতিক বিস্তার বিশ্বরাজনীতিকে সংঘাতমুখী করে তোলে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সেই সংঘাতের বিস্ফোরণ।

তবে শুধুমাত্র পুঁজিবাদের দ্বন্দ্বই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একমাত্র কারণ ছিল—এমন মত সর্বজনস্বীকৃত নয়। জাতীয়তাবাদ, অস্ত্র প্রতিযোগিতা, মৈত্রীজোট ব্যবস্থা, বলকান সংকট এবং ১৯১৪ সালের সারায়েভো হত্যাকাণ্ড যুদ্ধের তাৎক্ষণিক কারণ হিসেবে সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু এসব কারণ কার্যকর হওয়ার পেছনে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা ও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করেছিল। আসলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উৎপত্তি ব্যাখ্যায় পুঁজিবাদের দ্বন্দ্ব একটি মৌলিক ও গভীর কারণ। শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বাজার, কাঁচামাল, বিনিয়োগের ক্ষেত্র এবং উপনিবেশ দখলের প্রতিযোগিতা আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে ক্রমশ সংঘাতমুখী করে তোলে। লেনিন, হবসন, ফ্রিটজ ফিশার এবং এরিক হবসবমের মতো ইতিহাসবিদ ও চিন্তাবিদেরা দেখিয়েছেন যে অর্থনৈতিক স্বার্থ ও সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতা যুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে কেবল একটি রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক সংকটের ফল হিসেবে নয়, বরং উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের ঐতিহাসিক পরিণতি হিসেবেও মূল্যায়ন করা যুক্তিসঙ্গত।